দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ..... 7 MAY 2003
পৃষ্ঠা ......

ঢাবি সার্বিক পরিস্থিতির ক্রমেই অবনতি ঘটছে, শীর্ষপদ নিয়ে সাদা দলের শিক্ষকদের বিরোধ চরমে

মামুন-অর-রশিদ ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক পরিস্থিতির ক্রমশ অবনতি ঘটছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের শীর্ষ পদ দখলকে কেন্দ্র করে জোট সরকার সমর্থক 'সাদা দলের' শিক্ষকদের অভ্যন্তরীণ বিরোধ চরমে পৌঁছেছে। প্রশাসন পরিচালনায় সাদা দলের একাংশ জামায়াত সমর্থক শিক্ষকদের প্রচ্ছন্ন আধিপত্য বিএনপি সমর্থক শিক্ষকদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। এই প্রতিক্রিয়ার ফল হিসাবে উপাচার্যের বিরুদ্ধে সাদা দলের শিক্ষকদের প্রতি বেনামী খোলা চিঠি, এই চিঠি ক্যাম্পাসে ছড়িয়ে যাওয়ার পর নাটকীয়ভাবে প্রক্টরের পদচ্যুতি, আইন বিভাগের একজন শিক্ষকের বিরুদ্ধে ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের বেপরোয়া কর্মকাণ্ড, এসএম হলে শিক্ষামন্ত্রীর আগমন এবং ছাত্রদলের অসহযোগিতার মুখে ফিরে যাওয়া, অর্ধশতাধিক এডহক নিয়োগ নিয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে অসন্তোষ ক্রমান্বয়ে ক্যাম্পাস পরিস্থিতিকে ঠেলে দিচ্ছে সীমাহীন নৈরাজ্যের দিকে। একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে যারা নিজেদের অবস্থান শক্ত করতে চাইছেন তাঁরা ধরাছোঁয়ার বাইরেই থাকছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে সাদা দলের দু'টি গ্রুপ এবং ক্ষেত্র বিশেষ ছাত্রদলের সম্পৃক্ততা ক্যাম্পাসে ত্রিমুখী লড়াই তৈরি করেছে।

বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক এসএমএ ফায়েজ ২০০২ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর উপাচার্য হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন কোন রকম উপাচার্য প্যানেল নির্বাচন ছাড়া সরকারী নিয়োগপত্রের মাধ্যমে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হলের ঘটনার পর একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে তৎকালীন উপাচার্য অধ্যাপক আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী পদত্যাগ করে চলে যান। তখন থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএনপি সমর্থক সাদা দলের একাধিক শিক্ষক লবিং শুরু করেন উপাচার্যের

(৭- পৃষ্ঠা ২-এর কঃ দেখুন)

ঢাবি সার্বিক পরিস্থিতির

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

পদে আসীন হওয়ার জন্য। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পিএসসির সাবেক চেয়ারম্যান উপাচার্য হিসাবে নিয়োগ পান। উপাচার্য হিসাবে নিয়োগ পেলেও তাঁকে প্যানেল নির্বাচনের মাধ্যমে নির্ধারিত মেয়াদের জন্য আসতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটরদের ভোটে এই প্যানেল নির্বাচন হয়। দায়িত্ব গ্রহণের সাত মাস পার হয়ে গেলেও তিনি উপাচার্য প্যানেল নির্বাচন দেননি। চলতি মাসে সিনেটের ২৫ রেজিস্ট্রার্ড গ্রাজুয়েট নির্বাচন শেষ হলে আগামী দু'তিন মাসের মধ্যেই আয়োজন করা হবে উপাচার্য প্যানেল নির্বাচন। এই নির্বাচনটি সাদা দলের একাধিক শিক্ষকের মধ্যে বিরোধের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে প্রতিস্থাপিত হয়েছে। এই বিরোধের আগুনে ঘি ঢেলে দেয়ার কাজ করেছে উপাচার্যের চারপাশে কয়েকজন চিহ্নিত জামায়াত সমর্থক শিক্ষকের শক্ত অবস্থান। এই বিরোধ এখন শিক্ষক রাজনীতির আঞ্চলিক রূপরেখা তৈরি করেছে বলে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন মহল মন্তব্য করেছে। একদিকে নোয়াখালী ও কুমিল্লা এলাকার শিক্ষকদের সমন্বিত অবস্থান, অন্যদিকে বাকি অঞ্চলের শিক্ষকদের অবস্থান রয়েছে বলে সূত্র জানিয়েছে। অতীতে সকল সরকারের আমলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে নোয়াখালী ও কুমিল্লা গ্রুপের বিশেষ আধিপত্য থাকলেও এবার সে আধিপত্য অনেকাংশে কম। এবার প্রশাসনের ওপর আধিপত্যের কেন্দ্রবিন্দুতে জামায়াত সমর্থক শিক্ষকদের অবস্থান বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতিকে আরও জটিল পর্যায়ে ঠেলে দিতে পারে এমন আশঙ্কা করেছেন অনেকেই। উপাচার্যের বিরুদ্ধে খোলা চিঠিতে আনীত অভিযোগের বিষয় কথা বললে তিনি এসব প্রশ্নের সরাসরি সব উত্তর দিয়ে অভিযোগসমূহ নাকচ করে দিয়েছেন।

আইন বিভাগের শিক্ষক শফিকুর রহমানের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তিনি অস্বীকার করেছেন। তবুও সরকারী দলের ছাত্র সংগঠন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ক্যাডাররা তাঁর বাসায় গুলিবর্ষণ, বোমা হামলা চালানোর পরও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সরকারী ছাত্র সংগঠনের বিষয়ে কোন প্রশাসনিক বক্তব্য না দিয়ে উল্টা অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে। সরকারী ছাত্র সংগঠনের অতিউৎসাহী এসব কর্মীর প্রকৃত উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। পাশাপাশি ছাত্রদলের এহেন কর্মকাণ্ডে সরকারের কর্মকাণ্ড-আদর্শে ভিন্নমত পোষণকারী অনেক শিক্ষকের মধ্যেও 'আতঙ্ক' তৈরি হয়েছে। এ বিষয়ে উপাচার্যের কাছে জানতে চাইলে কোন মন্তব্য করতে অপারগতা প্রকাশ করেন।

এদিকে এসএম হলে শিক্ষামন্ত্রীর বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে আগমন এবং ছাত্রদল হল শাখার নেতাকর্মীদের অসহযোগিতার মুখে অসম্মানিত হয়ে চলে যাওয়ার নেপথ্যে বড় ধরনের রহস্য পাওয়া গেছে।

সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে উপাচার্য অধ্যাপক এসএমএ ফায়েজের সঙ্গে কথা বললে তিনি জনকণ্ঠকে বলেন, এডহক নিয়োগ অতীতে সব সময় হয়েছে, এবারও প্রশাসনের প্রয়োজনে এডহক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। যাঁদের নিয়োগ দেয়া হয়েছে তাঁদের যোগ্যতা বিচার করেই দেয়া হয়েছে। আর এই নিয়োগের সংখ্যা এমন হয়নি যেটি এলার্মিং কিছু হবে। ডাকসু নেই কিন্তু সেখানে নিয়োগ দেয়া হয়েছে এই প্রসঙ্গে বলেন, অনেকে পারিবারিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত বাবা-মা হারিয়ে চাকরি প্রার্থনা করেছেন, তাঁদের কারণে দু'একটি জায়গায় মানবিক কারণে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এসএম হলে শিক্ষামন্ত্রীর অসম্মান প্রসঙ্গে বলেন, 'এটি কমিউনিকেশন গ্যাপের কারণে হয়েছে। আমি জানতাম না, এখন জেনেছি এবং সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে।' আইন বিভাগের শিক্ষকের সঙ্গে ছাত্রদলের বেপরোয়া ব্যবহার প্রসঙ্গে বলেন, 'তদন্তাধীন, বিচারাধীন এ বিষয়ে কথা বলা সমীচীন হবে না।' বেনামী লিফলেট প্রসঙ্গে বলেন, 'বেনামী কোন জিনিস তৈরি করতে বেশি লোক লাগে না, একজন বিশেষ ব্যক্তি, নগণ্য ব্যক্তিই যথেষ্ট। তবে এর গ্রহণযোগ্যতা থাকে না। নিউজ আইটেম হয়ে কিছুটা সমস্যা হয়ে গিয়েছে।' তবে লিফলেটের বক্তব্যের বিষয়ে শিক্ষকদের মধ্যে কোন আগ্রহ (ইনটারেস্ট) নেই।' আঞ্চলিকতার অভিযোগ প্রসঙ্গে বলেন, 'কোন অঞ্চলের প্রতি অনুরাগ-বিরাগ নেই, দেশের প্রতিটি নাগরিক সমান।'